OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 376 - 383
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 376 - 383
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প : মানব হৃদয় অনুভূতির বর্ণময় কালজয়ী প্রকাশ

ড. লতিফ উদ্দীন
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, চাপড়া
Email ID : uddin231496@gmail.com

Received Date *16. 06. 2024*
Selection Date *20. 07. 2024*

Keyword
Short story, short story in world of literature, Selected Stories, Love for Nature, Father's love, A woman's heart, Beyond reality, Affection of man and woman.

Abstract
We all know with the progress of our society and civilization, literature also concentrate its work on the inner world of human's heart. It writes only a bit but manages to express more. For this it is quite inevitable that modern literature produces short stories. In world of literature we can mention the Italian Boccaccio and the Englishman Chaucer as a initiators of the short story before Rabindranath Tagore. After that we found Chekov, Maupassant and Tolstoy as a short story writer who actually reflects realism and idealism in their writing.

Almost the same time of Chekov, Maupassant and Tolstoy Rabindranath wrote short stories in Bengali language and also established it with his own style rather said own ideology but most amazingly we saw mainly common people of rural Bengal comes to his stories and with the magic touch of Tagore's hand the feelings of these people's heart became the eternal beauty in the world of literature. In this essay we have selected few of Tagore's short stories for discussion that are: Balay, Kabuliwala, Denapaona ,Shasti, Khudhita Pashan and Ekratri.

We will discuss how the inner feelings of the character of these short stories mesmerize us and how it easily touches the mind of the reader by overcoming every barrier, also these characters reflect that the value of human relation is above everything. We see different types of human emotions in these characters, that is love for nature, Feelings of a father's heart towards his daughter, Silent self-respect and aversion of a woman's heart, A man's unfulfilled love and affection-Insatiable curiosity-sense of wonder and the important part is that how it comes from the pages of stories and spread through various human hearts crossing the barrier of country, race and religion. It's only possible because of Tagore's writing. we have discussed all of these factors in our essay.

In our discussion we have discussed about these human emotions and philosophy of life with the help of inner narrative of these selected short stories

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 376 - 383
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

and the dialogues between the characters, uses of nature, uses of sharp expressive words and certainly in the light of Tagore's own ideology towards human value and life. Apart from this we also try to discuss how the expression of minor characters help to express the feelings of major characters.

Discussion

গল্প বলা ও শোনা মানুষের চিরকালীন বিনোদন এবং হৃদয় অনুভূতি প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। তেমনি তা আমাদের চিরপরিচিত জীবনের একটা চলমান ক্যানভাস যা বহু বর্ণে বহু রঙে আমাদেরই উপস্থাপন করে চলে নিয়মিত। তবে সব গল্পই ছোটগল্প নয়। বিশ্বসাহিত্যে ছোটগল্পের জন্ম বেশ একটু বিলম্বেই। আর আমাদের দেশে যার হাত ধরে সাহিত্যের আধুনিকতম এই শিল্পরূপটির চর্চা ও প্রতিষ্ঠা তিনি রবীন্দ্রনাথ। আমরা এই প্রবন্ধে ছোটগল্প, রবীন্দ্রপূর্ব বিশ্ব সাহিত্যে ছোটগল্প এবং রবীন্দ্র ছোটগল্পে মানবহৃদয় অনুভূতি প্রকাশের ব্যাপ্তি ও চিরন্তনতা নিয়ে আলোচনা করব।

ছোটগল্প বলতে আমারা ঠিক কী বুঝি সেটারও অনুসন্ধান সর্বাগ্রে প্রয়োজন। প্রচলিত মতে ছোটগল্প জীবনের বিশেষ অংশকে অবলম্বন করে স্বল্প পরিসরে দ্রুত গতিতে একটি সংকট মুহূর্ত তৈরি করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এমনভাবে পরিণতিতে পৌঁছায় যা পাঠকের মনে রেখে যায় নানা জিজ্ঞাসা, প্রশ্নচিহ্ন। প্রসঙ্গত বলতে হয় ছোটগল্প কেবলমাত্র একটি ঘটনাকে অবলম্বন করে রচিত হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। জীবনের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা, ঘটনা এবং ভাবসমূহ যদি ক্ষুদ্র পরিসরে একটিমাত্র ভাব ঐক্যে মিলিত হয় তাহলেও তা ছোটগল্প হয়। 'An Introduction to the study of literature' গ্রন্থের লেখক উইলিয়াম হেনরি হাডসন এবং আধুনিক ছোটগল্পের অন্যতম জনপ্রিয় লেখিকা ক্যাথারিন মেন্সফিল্ডের আলোচনায় আমরা এই ধারণার সমর্থন পাই।[১] তবে ছোটগল্পের সংজ্ঞা নির্মাণে 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'বর্ষাযাপন' কবিতায় কবিগুরুর দেওয়া ব্যাখ্যাকেই আমাদের শিরোধার্য করতে হয়-

"ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা, ছোট ছোট দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা,
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে, সাঙ্গ করি' মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।"
(বর্ষাযাপন - সোনার তরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৮৯৩)

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প সম্পর্কে এই বিশেষ সংজ্ঞা দান যেমন তাঁর নিজস্ব ভাবনার স্মারক বহন করে তেমনি ছোটগল্প রচনাতেও তাঁর স্বতন্ত্রতা সম্পর্কে আমাদের অবহিত করে। তাঁর গল্পগুলি যেমন বিবিধ বৈচিত্রময় বিষয়ের উপস্থাপন করেছে তেমনি মানব হৃদয় অনুভূতির সর্বময় প্রকাশ ঘটিয়েছে যা তাকে বিশ্বসাহিত্যে ছোটগল্পকার হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। আমরা আসবো সেই আলোচনায়, তার আগে ছোটগল্পের আরম্ভ ও প্রকাশ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সেরে নিতে পারি। আলোচনার সূচনাতেই বলেছিলাম সব গল্প ছোটগল্প নয়। ছোটগল্প 'ছোটগল্প' রূপে গড়ে উঠেছে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যায়ে এসে কিন্তু তাতে তো মানুষের গল্প লেখা বা শোনা কোনোটাই থেমে থাকেনি। আমাদের দেশে যেমন জাতক পঞ্চতন্ত্রে গল্পের সূচনা তেমনি আবার মধ্যপ্রাচ্যে আরব্যরজনীর গল্পগুলির জনপ্রিয়তাও কম নয়। ইউরোপীয় সাহিত্যে গিয়োভান্নি বোকাচিও, জিওফ্রে চসারের গল্প বলার সূচনাকাল পেরিয়ে ছোটগল্প প্রতিষ্ঠা পেল যাদের কলমে তাঁরা হলেন গী-দ্য-মোঁপাসা, আন্তন চেকভ, লিও তলস্তয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় আমেরিকান সাহিত্যে এডগার এলান পো এবং চৈনিক সাহিত্যে লুই সেনের কথা।

ছোটগল্পের সূচনাকালীন ইউরোপ মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্র-রাজতন্ত্রের পথ পেরিয়ে বিপ্লবের পথে পা রেখেছে। অভিজাততন্ত্র, চার্চের শোষণের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ লড়াইয়ে নেমেছে মানুষ কিন্তু একের পর এক যুদ্ধে বিপর্যস্ত হয়েছে সাধারণ জনজীবন। ফরাসী বিপ্লব, নেপোলিয়ানের ক্ষমতালাভ অতপরঃ বিসমার্কের হাতে ফ্রান্সের পরাজয় জাতীয় জীবনের এই উত্থান-পতনের মধ্যে কলম ধরেছেন আধুনিক ছোটগল্পের অন্যতম স্রষ্টা গী-দ্য-মোঁপাসা। জীবনদর্শনে শোপেন হাওয়ারের অনুগামী মোঁপাসা তাঁর গল্পগুলিতে সেদিনের নিষ্ঠুর বাস্তবকে তুলে ধরেছেন। সেই বাস্তবতায় মুখোশহীন হয়েছে আধুনিক সভ্যতার কৃত্রিম জীবন। উল্লেখ করতে হয় তাঁর 'Boule de suif', 'Diary of a mad man', 'Necklace' প্রভৃতি গল্পের কথা। মোঁপাসার পর যার কথা বলতে হয় তিনি আন্তন চেকভ। বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ায় জারতন্ত্র এবং জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের কালে চেকভের আগমন। তবে মোঁপাসার মত তিনি কেবল বিষন্নতার ছবি আঁকেননি আগামী দিনের নতুন সূর্যোদয়ের কথাও বলেছেন। 'ward no-6', 'The man in care', 'The grass hoper', 'The blank monk' প্রভৃতি গল্পে সে কথা আছে। চেকভের এই সদর্থক ভাবনার পিছনে যার ভূমিকা রয়েছে তিনি হলেন লিও টলস্টয়। টলস্টয় তাঁর দর্শন ও উপন্যাসের জন্য আমাদের কাছে অধিক পরিচিত। অহিংসা ও ভক্তি মানবতার যে বাণী তিনি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তার প্রভাব তাঁর ছোটগল্পেও পড়েছে। 'Two pilgrims', 'where love is' গল্পের কথা প্রসঙ্গত বলতে হয়। ছোটগল্পকার হিসাবে আমরা বিশ্বসাহিত্যে রবীন্দ্রপূর্ব বা সমসাময়িক রূপে প্রধানত এঁদের কথাই পাবো। কিন্তু যেকথাটা আমাদের ভাবায় রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়েও গল্পের পটভূমি গঠনে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী হয়ে উঠলেন। আমরা এখন সেটাই দেখব।

কবিগুরু ছোটগল্পের সংজ্ঞা যেভাবে নির্দেশ যেভাবে করেছেন গল্প লেখার সময় তা বিশ্রুত হননি। সেই কারণেই আমরা দেখি তাঁর ছোটগল্পে সাধারণ অতিসাধারণ মানুষের জীবনপর্ব উঠে এসেছে। সহজ সরল মানুষের পাওয়া না পাওয়ার আনন্দ-বেদনায় পরিপূর্ন হয়েছে তাঁর গল্পের ডালি। এমন নয় যে তাঁর গল্প বৈচিত্রহীন হয়েছে বা আধুনিক জনজীবন ভাবনাকে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন কিন্তু যে বিষয়টা লক্ষণীয় তা হল তাঁর কলমের স্পর্শে আপাত তুচ্ছ সাধারণ মানুষের হৃদয় অনুভূতি সর্বব্যাপী হয়েছে এবং গল্পগুলিকে কেবলমাত্র বাংলা সাহিত্যে নয় বিশ্বসাহিত্যে অনন্য স্থান দিয়েছে।

আমরা আমাদের আলোচনাকে সীমায়িত রেখেছি তাঁর লেখা কতগুলি বিশেষ গল্পকে কেন্দ্র করে কিন্তু তার মধ্যেই মানব হৃদয় অনুভূতি প্রকাশে তাঁর কলমের আসীমতাকে স্পর্শ করতে চেয়েছি। যে গল্পগুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে সেগুলি হলঃ 'বলাই', 'কাবুলিওয়ালা', 'দেনাপাওনা', 'শাস্তি', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'একরাত্রি'। এই সমস্ত গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রসমূহের যে হৃদয় অনুভূতির সাক্ষী আমরা হয়েছি -

'বলাই' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বলাই এর প্রকৃতিপ্রেম, নিসর্গ ঘনিষ্ঠ জীবনবোধ থেকে প্রাপ্ত শোক। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি ভাবনা এখানে কাহিনির কেন্দ্রে অবস্থান করেছে।

'কাবুলিওয়ালা' গল্পে, রহমৎ এর হৃদয়ে চিরজাগ্রত অপত্য স্নেহ দেশ কালের সীমা অতিক্রম করে শাশ্বত সত্যে উন্নীত হয়েছে।

'নিরুপমা গল্প', নিরুপমার নারী হৃদয়ের নীরব অভিমান আত্মধংসী হয়ে বহু প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে আমাদের।

অন্যদিকে জীবনের প্রতি দারুণ ক্ষোভ বিতৃষ্ণাকে হৃদয়ে ধারণ করে অবলীলায় ফাঁসির শাস্তি মেনে নিয়েছে 'শাস্তি' গল্পের চন্দরা।

'ক্ষুধিতপাষাণ' গল্প কথকের হৃদয়ের অদম্য কৌতূহল, বিস্ময় বোধ আমাদের সামনে উপস্থিত করেছে চেতন অবচেতনের অনালোকিত এক জগতকে।

'একরাত্রি' গল্পে নায়কের জাগতিক অপ্রাপ্তি জনিত হৃদয় অনুভূতির উপশম ঘটেছে মানসিক প্রাপ্তির পূর্ণতার মধ্যে দিয়ে।

আলোচনার প্রথম গল্পটি হল 'বলাই'। এটি ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গল্পের বিষয় বলাই এর সঙ্গে একটি শিমূল গাছের বন্ধুত্ব। বলাই পিতার সাথে সিমলায় চলে গেলে বাড়ির যাতায়াতের রাস্তায় গজিয়ে ওঠা অবাঞ্ছিত এই শিমুল গাছটিকে কেটে দেন তাঁর পিতৃব্য। এরপরই গল্পের ট্র্যাজেডি ঘনিয়ে ওঠে, কিছুদিন পর

যখন বলাই সিমলা থেকে তাঁর বন্ধু শিমুল গাছের ছবি চেয়ে বসে। কিন্তু শিমুল গাছটি আর নেই। বলাইয়ের কাকিমার কাছে এ শোক আরও বেশি করে নিদারুণ হয়ে ওঠে কারণ তার আদরের বলাই তাঁর কাছ থেকে দূরে চলে গেলেও ওই শিমুল গাছটি ছিল তার কাছে বলাইয়ের প্রতিরূপ স্বরূপ।

একটি গাছের বিয়োগ ব্যথায় জেগে ওঠা এ শোক মোটেই আমাদের কাছে অবাস্তব মনে হয় না তার কারণ রবীন্দ্রনাথ গল্পে যেভাবে বলাইকে উপস্থাপন করেছেন তাতে এ শোক অনিবার্য ছিল এবং তা আমাদেরও হৃদয়ে অনুরণিত হয়েছে। গল্পটিতে রবীন্দ্রনাথের যে নিসর্গ সন্দর্শন লক্ষিত হয় তা আমরা ছিন্নপত্রের বহু পত্রে লক্ষ্য করি। পত্রের একটি স্থানে তিনি বলছেন-

> "এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, ...যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবাগে থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে।"[২]

অর্থাৎ আমরা সকলেই আদি প্রকৃতির অংশ এক ও অবিছিন্ন। অধ্যাপক নন্দদুলাল বণিক এই ভাবনার সঙ্গে ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদের সম্পর্ক দেখিয়ে বলেছেন-

> "সুতরাং, ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদের এই তত্ত্ব-এক আদিম জীবকোষ থেকে নানা বিচিত্র জীবদেহ-সকল উদ্ভিন্ন হয়ে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পেয়েছে, মানুষ যে বিচিত্র জীবজন্মের ভিতর দিয়ে সম্ভাবিত হয়েছে, একথাটা সত্য বলে মানতেই হয়। আর যদি এই মত আশ্রয় করে রবীন্দ্রনাথ বলে থাকেন- 'এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর এক হয়ে ছিলুম', কিম্বা 'যেন মনে পড়ে/ যখন বিলীনভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে/ অজাত ভুবনভ্রূণ মাঝে', তখন তা আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত।"[৩]

এই ভাবনা থেকেই রবীন্দ্রনাথ বলাইকে গড়েছেন। তাই খুব সহজেই বলেছেন-

> "এই ছেলের আসল বয়স সেই সেই কোটি বৎসর আগেকার দিনে যেদিন সমুদ্রের গর্ভ থেকে নতুন-জাগা পঙ্কস্তরের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর ভাবী অরণ্যে আপনার জন্মের প্রথম ক্রন্দন উঠিয়াছে-"[৪]

সেই কোটি বৎসর থেকেই সে আদি প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে আছে, বৃক্ষ আর মানুষের তফাৎ তার অজানা-

> "এই সব প্রকাণ্ড গাছের ভিতরকার মানুষকে ও যেন দেখতে পায়; তারা কথা কয় না, কিন্তু সমস্তই জানে। তারা-সব যেন অনেক কালের দাদামশায়, এক যে ছিল রাজা'দের আমলের।"[৫]

অনন্ত অসীম এই প্রকৃতি সত্তা হৃদয়ে ধারণ করে বলাই আমাদের অন্য এক জগতে নিয়ে যায় যেখানে দাঁড়িয়ে আমরাও তার মতোই শিমুল গাছটির মায়ায় পড়ে যাই। আর এই মায়ার বাঁধন ছিন্ন হওয়ার শোক বলাই এবং বলাই এর কাকিমার থেকে সর্বব্যাপী হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আপামর পাঠক হৃদয়ে। আজকের প্রকৃতি বিচ্ছিন্নতার দিনে রবীন্দ্রনাথের এই প্রকৃতি সংলগ্নতার পাঠ আমাদের ভাবায়, প্রকৃতি ঘনিষ্ট হতে উদ্বুদ্ধ করে।

১২৯৯ বঙ্গাব্দে সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের বিষয় আমাদের অতিপরিচিত। সুদূর আফগানিস্থান থেকে কলকাতায় মেওয়া ফেরি করতে আসে রহমৎ। দেশে তার ছোট কন্যা সন্তান আছে, যার হাতের ছাপ সম্বল করে সে দূর প্রবাসের দিনগুলো সানন্দে কাটিয়ে চলে। ছোট মিনিকে সে তার নিজের মেয়ের মতই দেখে। মিনিও কাবুলিওয়ালাকে আপন করে নেয়। পিতা কন্যার চিরকালীন সম্পর্কের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায় দেশ কাল সমাজের ব্যবধান। ধীরে ধীরে মিনিই হয়ে ওঠা তার কন্যা স্বরূপ। কাবুলিওয়ালার এই অপত্য স্নেহ স্পর্শ করে মিনির পিতাকেও।

দৈবক্রমে পাওনাদারের সঙ্গে বচসার ফলে তাকে জেল যেতে হয়। ছাড়া পাবার পর সে আখরোট,পেস্তা,বাদামের মেওয়া নিয়ে মিনির কাছেই আসে কিন্তু মিনি তো আর ছোট মেয়েটি নেই সেদিন তার বিয়ে। কাবুলিওয়ালা বুঝতে পারে তার মেয়েও আজ এত বড় হয়ে গেছে। উদার হৃদয় মিনির পিতা কন্যার বিবাহের আড়ম্বর কমিয়ে সেই অর্থে কাবুলিওয়ালার দেশে ফেরার ব্যবস্থা করেন। পিতৃহৃদয়ের মহত্বতা ভিন্নভিন্ন রূপ ধারণ করে সাধারণ জীবনের উর্দ্ধে উঠে গল্পটিকে বিশ্বসাহিত্যে চিরকালীন স্থান দেয়।

পাকিস্থানের লেখিকা জাহিদা হিনা এই গল্পের একটি পরিশিষ্ট রচনা করেন 'কুমকুম ঠিকঠাক হে' যেখানে মিনির পরবর্তী প্রজন্ম চিকিৎসক কুমকুম ঠাকুমা মিনির কাছ থকে পাওয়া কাবুলিওয়লার স্মৃতিকে হৃদয়ে ধারণ করে যুদ্ধবিধস্ত আফগানিস্থানে যায় মানব সেবায় নিয়োজিত হয়ে। আফগানিস্থান থকে তার চিঠিতে উঠে আসে দেশ কাল ধর্মের উর্দ্ধে চিরন্তন মানব সম্পর্কের বেঁচে থাকার কথা। রবীন্দ্রনাথ পিতৃহৃদয়ের যে কোমল অনুভূতির প্রকাশ ঘটালেন কাবুলিওয়ালা গল্পে তা চিরন্তন হয়ে প্রবাহিত হয়ে চলল অনন্তের পথে যেখানে দেশ কাল সমাজের বাধা তুচ্ছ। এই অতি আধুনিক যুগে এসেও আমরা দেখছি কাবুলিয়ালাকে কেন্দ্র করে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়ে চলেছে। গল্পটির আবেদন এখনও সমান সক্রিয়। এটাই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে মানবহৃদয়ানুভূতি প্রকাশের অসীমতার সাক্ষী বহন করে চলেছে।

১২৯৮ বঙ্গাব্দে হিতবাদী পত্রিকায় প্রকাশিত 'দেনাপাওনা' গল্পের বিষয় পণপ্রথা জনিত সমাজ-সমস্যা। সেদিনের, আজকেরও অন্যতম জ্বলন্ত একটি সমস্যা বিবাহে কন্যাপণ দেওয়া-নেওয়ার প্রথা। আমরা দেখেছি সর্বশুভকারী পত্রিকায় বিদ্যাসাগর মহাশয় এ বিষয়ে আলোকপাত করেছিলেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকের বিষয় হয়েছে এই পণপ্রথা। প্রসঙ্গত বলতে হয় রবীন্দ্র সাহিত্য মাটির স্পর্শ পায়নি এমন অভিযোগ তাঁর ছোটগল্পগুলি সম্পর্কে একেবারেই আনা যায় না, বরঞ্চ কতদূর মানসিক সংস্পর্শ থাকলে মানব জীবন-চরিত্রের এতটা গভীরে প্রবেশ করা যায় সেটাই অবাক করার মতো। রবীন্দ্রনাথ নারীর আত্মমর্যাদাবোধকে কতটা মূল্য দিয়েছেন তা নিরুপমার হৃদয় অনুভূতি প্রকাশের মধ্যে দিয়ে আমরা দেখে নিতে পারি। পিতার কথা মতোই সে বিবাহ করেছে, বিবাহ সভায় পণের দাবির বিরুদ্ধে সে নীরব থেকেছে কিন্তু বিবাহের পর সে বুঝতে পেরেছে টাকাই তার মূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছে নচেৎ সে মুল্যহীন। এটাই তাকে ভিতরে ভিতরে প্রতিবাদী করেছে অভিমানী করেছে।

নিরুপমার অভিমানজনিত হৃদয় অনুভূতির প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি গল্পের শেষ পর্যায়ে এসে। নিরুপমার পিতা বসত বাড়ি বিক্রী করে কন্যা পণের টাকা শোধ করতে আসে কিন্তু তার ভাইয়েরাও হাজির হয় বাবাকে বিরত করতে সেই সময়ই নিরুপমা বলে ওঠে -

> "টাকা যদি দাও তবেই অপমান। তোমার মেয়ের কি কোনো মর্যাদা নেই। আমি কি কেবল একটা টাকার থলি,যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম। না বাবা, এ টাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান কোরো না।"[৬]

কিন্তু এ আত্মমর্যাদাবোধের প্রকাশ তার পক্ষে গুরুতর অপরাধ হয়ে উঠল। ফলত নিরুপমার অপমানিত হৃদয় নীরবে নিজেকে সর্বদিক থেকে সংকুচিত করে ফেলল। নিজেকে ইহজগৎ থেকে বিসর্জন দিয়ে নিরুপমা শেষ পর্যন্ত তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধকে বজায় রেখে গেল। তার এই অভিমানী হৃদয় অনুভূতির নীরব প্রকাশ তাকে এবং গল্পটিকে চিরজীবন দান করেছে তা বলাই বাহুল্যমাত্র।

আরো একটি অতিপরিচিত যে গল্পটিকে আমরা আমাদের আলোচনায় নিয়ে এসেছি সেটি হল ১৩০০ বঙ্গাব্দে সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত 'শাস্তি'। সংসারে নারীর স্থান কতটা ভঙ্গুর তা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে বেশকিছু গল্প লেখা হয়েছে, প্রসঙ্গত চলে আসে আশাপূর্ণা দেবীর লেখা 'তাসের ঘর' বনফুলের 'নিমগাছ' বা রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' শীর্ষক গল্পগুলি। তবে শাস্তির চন্দরা বোধহয় ব্যথিত নারী হৃদয়ের ক্ষোভ যন্ত্রনা বিতৃষ্ণা প্রকাশের যে নিদারুণতা আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন তার তুলনা মেলা ভার। রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পে কেবল গল্প বলেননি মানব চরিত্রের অন্তঃস্থল থেকে উঠা আসা গভীর হৃদয় অনুভূতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। অবাক করার মতই বিষয় হল কেবলমাত্র একটি শব্দপ্রয়োগে তিনি তা সম্ভব করে

তুলেছেন। গল্পের শেষ পর্যায়ে চন্দরা যখন স্বামীর অনুরোধে বিনা অপরাধে ফাঁসির শাস্তি গ্রহণ করতে প্রস্তুত তখন স্বামীর সঙ্গে দেখা করার প্রস্তাব প্রত্যাখান করতে সে কেবলমাত্র একটি শব্দ প্রয়োগ করেছে 'মরণ'। ওই একটি শব্দেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে তার অন্তর বেদনাকে উন্মুক্ত করেছেন। সে বিনা অপরাধে স্বামীর কথা মতো ফাঁসির শাস্তি গ্রহণ করেছে ঠিকই কিন্তু স্বামী যে ভাইকে বাঁচাতে তাকে বির্সজন দিতে চেয়েছে এটাই তার হৃদয় বেদনার কারণ। তাই ছিদাম তাকে যত বাঁচাতে চেয়েছে ততই তার হৃদয় কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে মৃত্যুকে কাছে টেনে নিয়েছে।

গল্পটির প্রসঙ্গে আরো যে কথাটা অবশ্যই বলতে হয় তা হল ঘটনা ও চরিত্রের উপস্থাপনে নিসর্গের ব্যবহার। ছিদাম ও দুখিরাম দুই ভাইয়ের সংসারে নিত্য কলহ বিদ্যমান। গল্পের শুরুতেই নিসর্গের ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাদের সংসারে যে ভয়ংকর কিছু একটা হতে চলেছে তার আভাস দিতে চেয়েছেন -

> "বাহিরেও অত্যন্ত গুমট। দুই-প্রহরের সময় খুব এক-পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এখনো চারিদিকে মেঘ জমিয়া আছে। বাতাসের লেশমাত্র নেই। বর্ষায় ঘরের চারিদিক জঙ্গল এবং আগাছাগুলি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। সেখান হইতে এবং জলমগ্ন পাটের খেত হইতে সিক্ত উদ্ভিজ্জের ঘন গন্ধবাষ্প চতুর্দিকে একটি নিশ্চল প্রাচীরের মতো জমাট হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ...যেন তাহাদের নিরুপায় মুষ্টির প্রসারিত অঙ্গুলিগুলি শূন্যে একটা-কিছু অন্তিম অবলম্বন আঁকড়িয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে।"[৭]

দুখিরাম তার স্ত্রীকে দায়ের কোপে হত্যা করার পর নিসর্গের উপস্থাপনা অদ্ভুত ব্যঞ্জনাময় -

> "বাহিরে তখন পরিপূর্ণ শান্তি। রাখালবালক গোরু লইয়া গ্রামে ফিরিতেছে। পরপারের চরে যাহারা নুতনপক্ক ধান কাটিতে গিয়াছিল তাহারা পাঁচ-সাতজন এক-একটি ছোটো নৌকায় এ পারে ফিরিয়া পরিশ্রমের পুরস্কার দুই চারি আঁটি ধান মাথায় লইয়া প্রায় সকলেই নিজ নিজ ঘরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।"[৮]

এ তো গেল ঘটনা প্রবাহের ব্যখ্যায় নিসর্গের উপস্থাপন। আমরা দেখব চন্দরা চরিত্রের ব্যাখায় রবীন্দ্রনাথ কত অনায়াসে নিসর্গকে তুলনায় এনেছেন-

> "একখানি নতুন-তৈরি নৌকার মতো; বেশ ছোটো এবং সুডোল, অত্যন্ত সহজে সরে এবং তাহার কোথাও কোনো গ্রন্থি শিথিল হইয়া যায় নাই।"[৯]

কেবলমাত্র বাহ্যিক ঘটনা বা চরিত্রের বিস্তারে নয় হৃদয়ানুভূতি প্রকাশেও নির্সগের ব্যবহার রবীন্দ্রনাথ কতটা সার্থক ও শিল্পিত করেছেন তা আমরা দেখতে পাই আমাদের আলোচিত ক্ষুধিতপাষাণ এবং একরাত্রি গল্পে। অতীত ও কল্পনার সংমিশ্রণে জারিত জগত মানব হৃদয়ের অনাস্বাদিত আকাঙ্ক্ষা, কৌতূহলের সঙ্গী হয়ে এক মায়াময় জগতে আমাদের প্রবিষ্ট করেছে ক্ষুধিতপাষাণ গল্পে। ১৩০২ বঙ্গাব্দে সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত অতিপ্রাকৃতধর্মী এই গল্পে জীবন্ত হয়ে উঠেছে আড়াইশো বছর আগ ভোগবিলাসের জন্য দ্বিতীয় শা-মামুদ নির্মিত হায়দ্রাবাদ-বরীচের পাহাড়ী শুস্তা নদীর তীরে গড়া ওঠা প্রাচীন প্রাসাদ। গল্প কথক নিজাম-সরকারের কাজে নিযুক্ত হয়ে আশ্রয় নিয়েছেন এই প্রাসাদে। ধীরে ধীরে প্রাচীন প্রাসাদের অতীত জীবন তাকে মোহাবিষ্ট করেছে। পাহাড় নদীর নির্জনতায় অবস্থিত প্রাসদের অন্ধকার রাত গল্প কথককে তার বর্তমান থেকে সরিয়ে বহুদিন আগের এক রহস্যময় অতীত জীবনের দিকে যেন টেনে নিয়ে চলেছে প্রবলভাবে। যে জগতকে তিনি ছুঁতে চেয়েও পারছেন না সে এক অদ্ভুত হৃদয়ানুভূতি -

> "আমার বক্ষের মধ্যে একপ্রকার কম্পন হইতে লাগিল; সে উত্তেজনা ভয়ের কি আনন্দের কি কৌতূহলের, ঠিক বলিতে পারি না। বড়ো ইচ্ছা হইতে লাগিল, ভালো করিয়া দেখি, কিন্তু সম্মুখে দেখিবার মতো কিছুই ছিল না; মনে হইল ভালো করিয়া কান পাতিলেই উহাদের কথা সমস্তই স্পষ্ট শোনা যাইবে- কিন্তু একান্ত মনে কান পাতিয়া কেবল অরণ্যের ঝিল্লীরব শোনা যায়। মনে হইল, আড়াই শত বৎসরের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 376 - 383
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> কৃষ্ণ যবনিকা ঠিক আমার সম্মুখে দুলিতেছে, ভয়ে ভয়ে একটি ধার তুলিয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত করি- সেখানে বৃহৎ সভা বসিয়াছে, কিন্তু গাঢ় অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না।”[১০]

ভয়, বিস্ময়, কৌতূহল মিশ্রিত এক অদ্ভুত হৃদয়ানুভূতি চেতন অবচেতনের প্রবাহে সৃষ্টি করেছে এক রহস্যময় জগতের দিনের আলোয় যার অস্তিত্ব নেই কিন্তু অনুরণন আছে। চেতনাতীত রহস্যময় এই জগতের আকর্ষণ আরো তীব্র হয়ে উঠেছে রহস্যময়ী ইরানী তরুণীর বাসনা বেদনা বিভ্রম মিশ্রিত আহ্বানের ব্যাকুলতায় -

> “সন্ধ্যার পরে আমি একটা নেশার জালের মধ্যে বিহ্বলভাবে জড়াইয়া পড়িতাম। শত শত বৎসর পূর্বেকার কোনো-এক অলিখিত ইতিহাসের অন্তর্গত আর-একটা অপূর্ব ব্যক্তি হইয়া উঠিতাম...। যেন রাত্রে এক অপূর্ব প্রিয়সম্মিলনের জন্য পরমাগ্রহে প্রস্তুত হইয়া থাকিতাম।”[১১]

রহস্যময় এই জগত ও ইরানী তরুণীর আহ্বান তার চেতন অচেতন সত্বার মধ্যে খেলা করে পাষাণের মোহে তাকে যখন গ্রাস করে ফেলেছে তখনি মেহের আলির তফাৎ যাও তফাৎ যাও সাবধান বাণী আবার তাকে বর্তমানে ফিরিয়ে এনেছে। অদ্ভুত রহস্যময় এই হৃদয় অনুভূতির চেতনা প্রবাহের জাল বিস্তারে রূপ পেয়েছে অদেখা অতীত যা অসীম অনন্ত রিক্ত বঞ্চিত হৃদয় অনুভূতির ক্ষুধায় জর্জরিত হয়ে অনির্বার আকর্ষণ ধ্বনিত করে তুলেছে। এর থেকে মুক্তি পায়নি কেউ- না গল্প কথক, না শ্রোতা, না পাঠক।

রহস্যময় অতীত থেকে উঠা আসা জীবনের স্পর্শ লাভে উন্মুখ ক্ষুধিতপাষাণ গল্পের গল্প কথকের হৃদয়ের অপ্রাপ্তির রেশ যেখানে আমাদের ভয় তাড়িত বিস্ময়ের সম্মুখীন করেছে সেখানে ‘একরাত্রি’ গল্পে নায়কের হৃদয়ের জাগতিক বিরহ ব্যথার উপশম যেভাবে মানসিক প্রাপ্তিতে পরিপূর্ণতা পেয়েছে তা আমাদের ভিন্ন এক জীবন বোধের সম্মুখীন করেছে। যৌবনের অসীম উচ্চাকাঙ্ক্ষায় বৃহত্তর জীবনের স্পর্শে অহংকৃত একরাত্রি গল্পের নায়ক একদিন হেলায় উপেক্ষা করেছিল তার প্রিয় মানুষটিকে। আজ যখন সে পরস্ত্রী ভিন্ন জগতের বাসিন্দা আর সে তুচ্ছ স্কুল মাস্টার তখন সেই যৌবনের অবহেলা তাকে নিত্য হৃদয় যন্ত্রণার সম্মুখীন করেছে।

রবীন্দ্রনাথ আপাত সাধারণ এই ঘটনাকে মহত্তর ব্যঞ্জনায় উন্নীত করেছেন এক নৈসর্গিক বিপর্যয়ের পটভূমিকায়। মর জীবনের চাওয়া পাওয়ার নশ্বরতার উর্দ্ধে বয়ে চলা এক চিরন্তন জীবনের ভাবনা গল্পের নায়ককে সাধারণের উর্দ্ধে উঠতে সাহায্য করেছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন সুরবালাকে তার নিকটবর্তী করেছে তেমনি জীবনের নশ্বরতার উপলব্ধি সম্পর্কে সম্যক ধারণাও দিয়েছে। তাই তার অন্তিম উপলব্ধি গভীর তাৎপর্যময় -

> “সেই ঢেউ না আসুক। স্বামীপুত্র গৃহধনজন লইয়া সুরবালা চিরদিন সুখে থাকুক। আমি এই এক রাত্রে মহাপ্রলয়ের তীরে দাঁড়াইয়া অনন্ত আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছি।”[১২]

রবীন্দ্র ছোটগল্পের বিশেষত্ব এখানেই যে জীবন আমাদের খুব কাছের, ধরা ও ছোঁয়ার মধ্যে আছে, তার মধ্যেও যে মহত্তর জীবন উপলব্ধি লুকিয়ে থাকতে পারে তা আমরা ভাবতেই পারিনা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কলমের জাদুতে সেই জীবন সীমার মধ্যে থেকে অসীমতাকে স্পর্শ করে। এটা নয় যে তিনি একটা কাল্পনিক রোমান্টিক জগতের আখ্যান বুনেছেন কিন্তু একটা মহৎ সত্য বা আদর্শ গল্পগুলির মধ্য থেকে উদ্ভাসিত হয়েছে। তিনি খুব সহজেই তার চারপাশের জগতকে এঁকেছেন কিন্তু চরিত্রগুলির হৃদয় অনুভূতি প্রকাশের চিরন্তনতা গল্পগুলিকে অমরত্ব দান করেছে। সেই কারণেই বিশ্বসাহিত্যের জনপ্রিয় ছোটগল্পকারদের সঙ্গে খুব সহজেই তাঁকে একাসনে বসানো যায়।

পরিশেষে যে কথাটা বলা বাংলা ছোটগল্পকে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠাদানের কাল থেকেই আমরা দেখেছি প্রতিভাবান লেখক ও মহৎ সৃষ্টির অভাব ঘটেনি। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, বনফুল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, হাসান আজিজুল হক একের পর এক গুণী কলমে সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা ছোটগল্প। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা-দেশভাগ-আর্থসামাজিক পরিস্থিতির বদল বিষয় ও আঙ্গিক সহ বহু পরিবর্তন নিয়ে এসেছে বাংলা ছোটগল্পের

কাঠামোয়, পরীক্ষা নিরীক্ষাও থেমে থাকেনি কিন্তু রবীন্দ্র ছোটগল্পের আবেদন তাতে বিন্দুমাত্র কমেনি বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। নির্বাচিত রবীন্দ্র গল্পগুলি আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখলাম এই আকর্ষণের অন্যতম কারণ সহজ জীবন থেকে উঠে আসা মানুষের হৃদয় অনুভূতির বর্ণময় কালজয়ী প্রকাশ।

Reference:

১. চট্টোপাধ্যায়, সত্যচরণ, বাংলা ছোটগল্পের ক্রম বিকাশ, আনন্দময়ী প্রকাশনী, হুগলী, পৃ. ০৮
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ছিন্নপত্রাবলী : পত্রসংখ্যাঃ ৭০, বিশ্বভারতী, আশ্বিন ১৩৬৭
৩. বণিক, নন্দদুলাল, রবীন্দ্রকাব্যে নিসর্গপ্রকৃতি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯, পৃ. ৬২
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, বলাই, পুনশ্চ, কলকাতা-০৯, পৃ. ৪৪৭
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, বলাই, পুনশ্চ, কলকাতা-০৯, পৃ. ৪৪৭
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, দেনাপাওনা, গল্পগুচ্ছ, পুনশ্চ, কলকাতা-০৯, পৃ. ১০
৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ গল্পগুচ্ছ, শাস্তি, পুনশ্চ, কলকাতা-০৯, পৃ. ১০২
৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, শাস্তি, পুনশ্চ, কলকাতা-০৯, পৃ. ১০৩
৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, শাস্তি, পুনশ্চ, কলকাতা-০৯, পৃ. ১০৪
১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, ক্ষুধিত পাষাণ, পুনশ্চ, কলকাতা-০৯, পৃ. ১৮২
১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, ক্ষুধিত পাষাণ, পুনশ্চ, কলকাতা-০৯, পৃ. ১৮৪
১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, একরাত্রি, পুনশ্চ, কলকাতা-০৯, পৃ. ৫০

Bibliography:

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, পুনশ্চ, কলকাতা-০৯
বণিক, নন্দদুলাল, রবীন্দ্রকাব্যে নিসর্গপ্রকৃতি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯
চট্টোপাধ্যায়, সত্যচরণ, বাংলা ছোটগল্পের ক্রম বিকাশ, আনন্দময়ী প্রকাশনী, হুগলী
বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃলিঃ, কলি-৭৩
মণ্ডল, ড.স্বস্তি, রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ বিশ্লেষণ ও সৌন্দর্যবিচার, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলি-৭৩
দত্ত, বীরেন্দ্র, কল্লোল প্রেক্ষিত ও ছোটগল্প, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯
মিত্র, প্রণব, লিও টলস্টয়, গ্রন্থতীর্থ, কলকাতা-৭৩
মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, শ্রেষ্ঠ গল্প, লতিকা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯
সাহিত্য সংখ্যা- কৃত্তিবাস, ১৩ ১৬ই ফেব্রুয়ারি ২০২৩ যুগ্ম সংখ্যা, প্রযত্নে প্রতিভাস, ১৮এ, গোবিন্দমণ্ডল রোড, কলকাতা০২